

ইসলামে মুক্তি ও স্বাধীনতা।

“মুক্তি ও স্বাধীনতার ধারণা মৌলগত ভাবে একটি ইসলামী ধারণা”-

vinnimot.com- ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪ - ইলিয়া ইরানী।

(ক) মানুষ যে একটি স্বাধীন সত্ত্বা এবং তাহার ইচ্ছা এবং চিন্তাশক্তি অনুযায়ী স্বাধীন ভাবে চলিতে সক্ষম, ইহা মুর্খের অভিমত মাত্র-**The Process of Islamic Revolution-** পৃষ্ঠা ৩১ -মৌদুদি।

(খ) “ইসলামি সরকারে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের বিশেষ কোন জায়গা নাই, তাহার পক্ষে উহা সম্ভবও নহে”।- **A Short History of the Revivalist Movement in Islam-** পৃষ্ঠা ৮, -মৌদুদি।

(গ) ক্রীতদাসপ্রথা ইসলামের অঙ্গ, ওটা আইনসিদ্ধ হওয়া উচিত। যারা বলে ইসলাম ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদে অবদান রেখেছে তারা কিছু জানে না, তারা অমুসলিম - সৌদি সর্বোচ্চ শিক্ষাবিশেষজ্ঞ শেখ সালেহ আল্-ফওজান-
Independent Saudi News-Nov ৭ ২০০৩. - নীচে দেখুন।

“যতবার আলো জ্বালাতে যাই, নিভে যায় বারে বারে.....” - কবিগুরু। যতবার সাধারণ অরাজনৈতিক বিশ্ব-মুসলিম শান্তির পথে পদক্ষেপ নিয়েছে, ততবারই রাজনৈতিক ইসলাম পেছন থেকে তার লুপ্ত টেনে ধরেছে। যতবার ইলিয়া ইরানীকে সমর্থন করতে চাই, ততবারই পথরোধ করে দাঁড়ান ভয়াবহ মৌদুদি আর সৌদি মওলানা, বিশ্ব-মুসলিমের ঘাড় ধরে মধ্যপ্রাচ্যের বালুর মধ্যে মাথা ঠুসে দেন যাতে কেউ কিছু দেখতে না পারে। স্বাধীনতা হতে হবে সহজ সরল। ওটা এমন সহজ হবে যেন ওর মধ্যে কোন ফাঁক দিয়ে “কিন্তু” শব্দটা ঢুকে পড়তে না পারে। ওটা হবে উন্মুক্ত আকাশে উড়ন্ত পাখীর দিক পরিবর্তনের স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে যদি “এর মানে এই আর ওর মানে তাই” বলে ঘর্মান্তক ব্যাখ্যা দিয়ে কৃত্রিমভাবে “প্রমাণ” করতে হয়, তবেই বুঝতে হবে সর্বের মধ্যে সপরিবারে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে ভূত-পেতী আর ব্রহ্মদৈত্য।

প্রমাণবিহীন একতরফা ঢালাও মন্তব্য (সওপেনিং চমৈমনেতস) করা বড়ই সহজ, আরামের ওই আত্মঘাতি ফাঁদেই আমরা কাটিয়েছি হাজার বছর। সে আত্মপ্রতারণায় আমাদের আম তো গেছেই, এখন ছালাও যাবার যোগাড়। আঘাতটা বাইরে থেকে যত না এসেছে, ভেতর থেকে এসেছে তার লক্ষণ। আমাদের দলিলগুলোতে ধরে রাখা পারস্পরিক বিরোধী তত্ত্ব-তথ্য গুলোকে একসাথে হিসেবে ধরে বিশ্লেষণ করি না বলেই আমরা ঘড়ির কাঁটার মত অনবরত চলি ঠিকই, কিন্তু পৌছতে পারিনা কোথাও।

নীচের প্রত্যেকটা তত্ত্ব-তথ্য আমাদেরই দলিল, ওগুলোতে ভয়ানক স্বাধীনতা-হীনতার প্রমাণ আছে। ওগুলোর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা চাই। কিন্তু সে ব্যাখ্যা দিতেই হবে এমন নয়, সব সময় সেটা সম্ভব না-ও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদের শুধু মেনে নিতে হবে যে, আগে যা হয়েছে হয়েছে, এখন আমরা বিবেক ব্যবহার করব। ওই দলিলগুলোকে আমরা পালটাতে পারব না, কিন্তু আমরা গাধার মত সেটা বয়েও বেড়াব না অতীতের ফটোকপি হয়ে। একথা মওলানারা ঘোষণা করে মেনে নিলে একটা বড় কাজ হয়।

ইসলামে স্বাধীনতার ওপরে ইলিয়া ইরানীর সাম্প্রতিক নিবন্ধতে ভালো দিকটা দেখানো আছে, যদিও প্রমাণ হিসেবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের চেয়ে সূত্রসহ বিধান, আইন বা প্রথা হলে প্রমাণটা শক্ত হত। শত হলেও আমরা তো বিজয়ীর লেখা ইতিহাসই পড়ছি, তাই না? যে কোন নিবন্ধকে পূর্ণরূপ

দেয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক সবগুলো দলিলই দেখা দরকার, কোনটাকেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। ইলিয়া ইরানী একটা দিক দিয়েছেন, আমার এ নিবন্ধটায় বাকী দলিলগুলো দেয়া হল, যাতে দু'দিক দিয়েই আলো এসে পড়ে। এ নিবন্ধটা বিশেষতঃ হাদিস-নির্ভর। “সাধারণ বুদ্ধি বা মূলনীতির বাইরে”র হাদিস বাদ দেবার কথা বলেছেন বিখ্যাত মওলানা আবদুর রহীম - (সূত্র ৬)। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে বিশ্লেষণ দাঁড়ায় তা-ই করা যাক এবার নৈর্ব্যক্তিকভাবে। তথ্যগুলোর কোনটা গ্রহণযোগ্য আর কোনটা নয় সে বিচারের ভার আপনাদের ওপর রইল। দেবদাসের কথা উঠলেই যেমন পারুর কথা এসে পড়ে, তেমনি স্বাধীনতার কথা উঠলেই পরাধীনতা, গোলামী অর্থাৎ ক্রীতদাস-প্রথার কুৎসিৎ সত্যটা অবধারিত এসেই পড়ে।

বিরামহীন যুদ্ধ করে করে বিস্তীর্ণ আরব উপদ্বীপ জয় করেছিল মুসলমানরা। তারপর শতক বছর ধরে পশ্চিমে মিসর-মরোক্কো থেকে স্পেন এবং পূর্বে ভারতবর্ষ পর্যন্ত মুসলমান সৈন্যদের একের পর এক অভূতপূর্ব সামরিক বিজয়ের ফলে মুসলমানরা কত হাজার কিংবা লক্ষ দাস-দাসীর মালিক হয়েছিল তা বলা মুশকিল। কজায় কত অজস্র দাস এলে মাত্র সাতজন সাহাবী ৩৯,২৫৯ জন দাস-দাসীকে মুক্ত করতে পারেন তা শুধু কম্পনার বাইরে (সূত্র- ৪)। মুসলমান হবার আগে-পরে হাকিম বিন হাজাম একাই মুক্ত করেছিলেন ২০০ জনকে (সূত্র- ৫)। তা ছাড়া হজরত ওসমানের মত বিপুল বিত্তশালী আরও অনেক সাহাবীদের বর্ণনা আছে, তাঁদের সবারই হাজার হাজার দাস-দাসী থাকার কথা। যেহেতু যুদ্ধে শত্রু পক্ষের পুরুষরাই মারা পড়ত, কাজেই যুদ্ধবন্দী দাস-দাসীদের বড় অংশই ছিল মেয়েরা এবং শিশুরা। দলিল বলছে, যেহেতু যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে এরা ছিল দাসী, তাই এসব মেয়েরা পাইকারী ভাবে বিজয়ী মুসলিম-সৈন্যদের উদগ্র কামনার শিকার হতে বাধ্য হত -(সূত্র ২২, ২৬, ২৯)। ওগুলোতে যুদ্ধবন্দীনির কথা সরাসরি নেই কিন্তু ইমাম শাফি'র আইনে সুস্পষ্ট বলা আছে, “যুদ্ধবন্দিনী হওয়া মাত্র নারীদের পূর্বের বিবাহ বাতিল হইবে” - (সূত্র- এ৩)। আর ওগুলোর ভিত্তিতেই দেখুন সাহাবীরা কি বলেছেন “আমরা যুদ্ধের গণিমত হিসাবে প্রাপ্ত রমণীদের সাথে আজল করিতাম”- (সূত্র ৭)। এ ছাড়া যুদ্ধবন্দিনীদের দূর দেশে পাঠিয়ে দাসের হাটে বিক্রীও করা হত- (সূত্র ২৩)।

এর সাথে সাথে একে ওকে তাকে উপহার হিসেবে দাসী দেয়ার রেয়াজ তো ছিলই। দাসী উপহার দেয়াটা আদি ভারতেও ছিল প্রচুর। জিনিসপত্রের চেয়ে জীবন্ত-সুন্দরী যুবতী দাসী উপহার দিলে উপহারের মান-মর্যাদা আকাশ-ছোঁয়া হয়, উপহার দাতা বিশেষ তৃপ্ত হন। গ্রহীতাও নিকট ভবিষ্যতের রোমাঞ্চিত-সম্ভাবনায় সবিশেষ পুলকিত হন। সাধারণ মুসলিমের সমাজে দাসীরা এক মনিবের উপহার হিসাবে অন্য মনিবের, এবং সেই নুতন মনিবের উপহার হিসেবে নুতন কোন মনিবের বিছানায় যেতে বাধ্য থাকত। সাধারণ মুসলমানের মধ্যে এই বর্বরতা কতদিন চলত? কোথাও লেখা নেই, কিন্তু বোঝাই যায় যে দাসীদের যৌবন থাকা পর্যন্ত। তখন বিয়ে করার পয়সা থাকলে দাসীকে বিয়ে করা ছিল নিষিদ্ধ অথবা নৈব নৈব চ', (মাকরুহ) বিভিন্ন ইমামের মতে (সূত্র-৮)। নবী (দঃ) নিজেই মারিয়া কিবতিয়া কে মিসরের রাজার কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন এবং গ্রহণও করেছিলেন। মিসরের রাজারা বোধ হয় খুব উপহার-প্রবণ ছিল, কারণ ফেরাউনের কাছ থেকে হজরত ইব্রাহীমও হজরত ইসমাইলের মা বিবি হাজেরাকে দাসী-উপহার গ্রহণ করেছিলেন (বিয়ে করেছিলেন নাকি দাসী রেখেছিলেন এ ব্যাপারে মতভেদ আছে)। যাক, ওসব হল নবী-রসুলের বাপ্যার।

একথা বলতেই হবে যে, ইসলাম দাস-দাসী দের মুক্তি দেয়ার অনেক উপায় রেখেছে, যা আগে ছিলনা। এক্ষেত্রে ইসলামের অবদান নিঃসন্দেহে প্রসংসনীয়। যেমনঃ-

- ১। রমজানে রোজা না রাখলে বা রোজা রাখার প্রতিজ্ঞা ভাঙলে, দাস-দাসীদের মুক্তি দাও- -(সূত্র-২)।
- ২। কোন গর্ভবতীকে আঘাত করে কেউ গর্ভপাত ঘটালে তাকে দাস-দাসী দিয়ে ক্ষতিপূরণের রায় দিতে পারে আদালত (সূত্র-৩)।
- ৩। সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণ হলে দাস-দাসী দের মুক্তি দাও, (সূত্র-১১)।
- ৪। রোজা অবস্থায় হঠাৎ আল্লা-রসুলের প্রতি খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলে দাস-দাসী মুক্তি দাও - (সূত্র-২৫)।
- ৫। ধর্মকর জাকাতের (বছরের সঞ্চয়ের শতকরা আড়াই ভাগ) পয়সা দিয়ে দাস-দাসী কিনে তাদের মুক্তি দিতে পার - (সূত্র-২৭)।
- ৬। দাসীদের মুক্ত করে বিয়ে করার চমৎকার চাপও দিয়েছে ইসলাম, একেবারে ডবল সওয়াবের কথা বলে এ মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছে -(সূত্র-১৪, ১৮, ১৯)।

৭। ক্রীতদাসদের বলা হয়েছে “ভাই”। বোন কথাটা উচ্চারণ করে না বললেও ওটা বুঝে নেয়া যায়। একই খাবার-পোষাক দিতে বলেছেন নবীজী, সাধ্যাতীত কাজ দিতে নিষেধ করেছেন, আরও অনেক ভালো কথা আছে (সূত্র -১৫)।

৮। ব্যাভিচারের জন্য দাসদের রজ্জ্ব অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যার আইন নেই। (সূত্র-ঝ)।

মুক্ত করার বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুসলিম ক্রীতদাসদেরই মুক্ত করার কথা বলে দিয়েছে কোরাণ - (সূত্র ৬)। তবে যেহেতু দাসকে না দাসীকে মুক্তি দিতে হবে তা বলে হয়নি, এতে কিছু দাসীদের না হোক, দাসদের ভাগ্য খুলেছে নিঃসন্দেহে। যৌবনের মুফত খেলনাকে কে-ই বা হাতছাড়া করতে চায়! যৌবন ছাড়া সে মরুভূমির সমাজে চিত্তের বা দৈহিক বিনোদনের ছিলই বা কি। স্বাভাবিকভাবেই ওপরের সুবিধেগুলো শুধু বড়লোকদের জন্যই, যেমন খরচবহুল হজ্জ বা তীর্থে যাওয়া। দাস-মুক্ত করে পাপ-মোচনের বা পুণ্য-অর্জনের ওই সুবিধেগুলো দাস-দাসীরা নিজেরা কখনোই নিতে পারেনি কারণ তারা নিজেরা-ই ছিল দাস-দাসী। নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মের ওই ব্যবস্থাগুলো দিয়ে মানুষ স্রষ্টার দোকানে পাপ-মুক্তি অথবা সওয়াব কেনার জন্য মানুষকেই মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করেছে। যেমন মন্দিরে- গীর্জায় সেবাদাসী উপহার দিয়ে বা নরবলি দিয়ে ভগবানের আশীর্বাদ কেনা হত।

দাসী-স্ত্রীদের ক্ষেত্রে দুই উচ্চারণেই পূর্ণ-তালাক হয়ে যায়, তালাক-ফিরিয়ে নেয়ার সময়টাও তিন নয়, দুই মাসিক। তাতে দাসীটার আরও একটু অসুবিধে হল। (-সূত্র এ মুহূর্তে মনে নেই)। যে হতভাগী দাসীগুলোর যদি একই সাথে দুই, তিন, বা দশ-বারো জন মনিব ছিল, কিভাবে কাটত তাদের দিন-রাত? সহি বোখারী সেটা বলছে দু’একটা নয়, ছয় ছয়টা হাদিসের দলিলে (সূত্র ৯)। কে জানে কত হাজার হতভাগী নিরপরাধিনীর জীবন-যৌবন শুধু এর ওর তার বিছানায় বিছানায় কেটেছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়। উমর মরুর ধূসর বালুতে এখনো বুঝি শুকিয়ে আছে কিছু অশ্রুংগার দাগ, হা হা ঘুর্নিবায়ুর লু’ হাওয়ায় কান পাতলে এখনো বুঝি অক্ষুটে শোনা যাবে মাতৃজাতি নারীকণ্ঠের চাপা কাতর গোঙানী। উদ্ধৃতি দিচ্ছি ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ৪২১, হাদিস নম্বর ৬৯৮ থেকে:-

“আল্লাহ’র নবী (দঃ) বলেছেন, যদি কেউ কোন এজমালি (যার অনেক মালিক আছে) দাস-দাসীকে নিজ অংশ থেকে মুক্ত করে এবং তার কাছে পুরো মুক্তি দেবার মত যথেষ্ট অর্থ থাকে তাহলে তার উচিত কোন ন্যায়পরায়ণ লোক দ্বারা সেই দাস-দাসীর উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করা, এবং তার অংশীদার দের তাদের অংশের মূল্য দিয়ে সেই দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেয়া। তা না হলে সে শুধু সেই দাস-দাসীকে আংশিক মুক্ত করল”।

এর সাথে মিলিয়ে নিন হানাফি আইনের দলিল, যা কিনা মালিকদের দৈহিক সম্ভোগকে আইনতঃ হালাল করেছে :- “অংশীদার (মালিকগন) পরস্পরের সম্মতিক্রমে ক্রীতদাসীকে দৈহিকভাবে উপভোগ করিতে পারিবে” (লেখা আছে ছারনাল ছনৈনযেনি)- (সূত্র- ১)।

এখন, এ যদি সত্য হয়, তবে একের পর এক বিভিন্ন মনিব দ্বারা এই সব হতভাগিনীদের বিরতিহীন যৌন-নিপীড়নের অন্তহীন গোঙ্গানীর যে “মুক্তি”, তার মূল্য কে দেবে? সেই দাসীরা আশরাফুল মাখলুকাত নয়? এতে করে কোরাণের সেই দৃষ্ট ঘোষণাঃ- “তোমার যত মঙ্গল সব আসে আল্লাহর কাছ থেকে, আর যত অমঙ্গল সব আসে তোমার নিজের কাছ থেকে” (সূত্র ২৮), কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? আর, এ যদি অসত্য হয় তবে তা আমাদের জানাবার দাবী রইল আমাদের ইসলামী লেখকদের কাছে, জামাতীর কাছে। শুধু বিশ্বাস দিয়ে বোখারী-তাবারী-হানিফা-শাফিই’- ইবনে হিশাম-ইশাক-সিসিল দলিল আর এবং অন্যান্য দলিলের প্রমাণগুলো ধুয়ে ফেলা যাবে না।

এবারে দেখা যাক উচ্ছেদ তো দুরের কথা ক্রীতদাসত্ব বরং কিভাবে আরও মজবুত হয়েছে।

১। “দাসী (স্ত্রীর) গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে ঐ ব্যক্তির গোলাম হয়, যে দাসীর মালিক” (সূত্র- ১০)। তা-ই যদি হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই বিয়ে না-করা দাসীর বাচ্চারাও তো দাস-দাসী হয়ে দাস-প্রথা চালাতেই থাকবে।

২। সম্পত্তির ওপরে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হয়। ট্যাক্স দেয়া বড্ড কষ্ট, চিরকাল মানুষ এটা ফাঁকি দিতে চেয়েছে। আর ফাঁকি দেবার পদ্ধতিটা হালাল হলে তো কথাই নেই। অন্যান্য সম্পত্তির ওপরে

- জাকাত থাকলেও ক্রীতদাস-সম্পত্তির ওপরে জাকাত নেই(সূত্র -১২)। অর্থাৎ দাস-ব্যবসায়ে টাকা খাটানোকে অলক্ষ্যে উৎসাহিত করা হল। তার মানেই হল দাস প্রথাকে শক্তিশালী করা।
- ৩। ক্রীতদাস যদি মালিক ও আল্লাহকে ঠিকমত মেনে চলে তাহলে তার দ্বিগুন সওয়াব হবে। এতে দাসের মনে আরও একটা শেকল পরানো হল (সূত্র ১৩ ও ১৪)।
- ৪। এটা একটা মারাত্মক প্রথা। এবং অবিশ্বাস্যও বটে। উপাসনা-আরাধনা কবুল না হওয়াটা কোন বিশ্বাসীর জন্য একেবারে মরে যাবার সমান। বলা হয়েছে, এমনকি মুক্তি দেবার পরেও যদি কোন ক্রীতদাস তার মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্যের সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে তার কোন ভালো কাজ বা ইবাদত কবুল হবে না (সূত্র-২০)।
- ৫। এটাও একটা মারাত্মক প্রথা। এবং আরও অবিশ্বাস্য। এবং মর্মান্তিক। যদি কোন ক্রীতদাস তার মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায় তবে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার কোন ইবাদত কবুল হবে না (সূত্র ২১)। এই নিয়মে দাস-প্রথাকে একেবারে চরম শক্তিশালী করে তোলা হল। মালিকের ক্রমাগত অত্যাচারে দাসের প্রাণান্ত হতে পারে কিন্তু সে বিদ্রোহ তো দূরের কথা, পালাতেও পারবে না।

নবী (দঃ) বলেছেন, “যেমন ভাবে দাস-দাসীদের মার, তেমন ভাবে কখনো স্ত্রীদের মারবে না। তারপর (অর্থাৎ স্ত্রীদের মারার পর) রাতে তাদের সাথে শোবে” - (সূত্র ২৪)। অর্থাৎ কোন কোন মালিক দাস-দাসীদের ঠিকই মারপিট করত, কোন কোন মালিক কখনো না কখনো তা করবেই। আর দাসীদের বিবাহ-বন্ধন? “হজরত ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ইমামের মতে ইহুদী বা খ্রীষ্টান দাসী বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ” (সূত্র ১৭, এ ব্যাপারে অবশ্য মওলানাদের দ্বিমত আছে)।

এবারে খোদ কোরাণের আয়াতের জামাতি-ব্যাখ্যা দিয়ে শেষ করছি। পয়সা জিনিসটার জন্য পুরুষ চিরকালের পাগল, পয়সার জন্য সে আকাশ পাতাল তছনছ করে ছাড়ে। ক্রীতদাসী যখন সম্পত্তি, সেই সম্পত্তিকে পয়সা পাবার জন্য খাটানো যাবে না কেন? তাকে বেশ্যা বানিয়ে দিলেই তো প্রতিদিন অটেল কামাই, তাই না? বেশ।

“তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যাভিচারে বাধ্য কোর না। যদি কেহ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” -(সূত্র ১৬)।

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু, কাদের প্রতি? যারা কোন অপরাধই করেনি, তাদের প্রতি? দাসীরা তো ধর্ষিতা, ধর্ষিতার প্রতি আবার দয়ালু কি? নিপীড়িতদের প্রতি আবার ক্ষমা কি? বিচারক তাঁর বিচারে ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু হতে পারেন শুধু অপরাধীর প্রতি-ই, অত্যাচারিতার প্রতি নয়। তা ছাড়া, যারা অত্যাচারটা করল, সেই অপরাধী মালিকদের শাস্তি কই? অন্যথানে? অপরাধ এখানে, ক্ষমা-দয়া এখানে আর শাস্তি অন্য কোথাও? এ কেমন অদ্ভুতুড়ে কথা? প্রশ্নটা করলেই জামাতিরা বলেন, “ওটা জবরদস্তি হলেও সংসর্গটা অবৈধ তো, কাজেই ওই ধর্ষিতা দাসীরা হল গিয়ে খুবই পাপী আর গুনাহ্গার। আর পরম ক্ষমাশীল তো পাপের ক্ষমা করবেনই”। না স্যার, উত্তরটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য হলনা। আসল বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধে দেখে আপনি সবেগে চম্পট দিচ্ছেন পানি ঘোলা করে। এর চেয়ে অনেক সহজে গ্রহণযোগ্য হবে যদি বলেন যে আপনি জানেন না, আলীমুল গায়েবের অনেক রহস্যই আমরা জানিনা, জানব না কোনদিন। এখন ও ঘটনা আর ঘটছে না, তাই ও নিয়ে এখন আর অযথা প্রশ্ন না করাই ভাল।

সারাংশঃ- মোদ্দা কথাটা হল, পরাধীনতার এত প্রমাণের পরেও স্বাধীনতার বাণী আছে ইসলামে। কিন্তু সে বাণীতে পৌঁছবার পথে ওপরের তথ্য-প্রমাণগুলোকে চালাকির সাথে পাশ কাটানোর চেষ্টা আমরা যতবার করব, ততবারই মধ্যপ্রাচ্যের গরম চোরাবালুর অনন্ত গহ্বরে ঢুকে যাব। বরং সরাসরি ওগুলোর মুখোমুখি হয়ে আক্ষরিক অর্থ পার হয়ে ভাবার্থে পৌঁছলেই আমরা দেখব, ইসলামে মুক্তিও আছে, স্বাধীনতাও আছে। শর্ত, - “শুধু তুমি একবার, খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার, বাহিরেতে চাহ,- অনন্ত আকাশ হতে, বহিয়া আসুক স্রোতে, বৃহৎ প্রবাহ”। সেই বৃহৎ প্রবাহ ফ্রী পাওয়া যায় না, সেখানে পৌঁছতে হলে চাই সর্বাত্মক সততা আর উপলব্ধি। শারিয়া-জামাতির ধূর্তামি আর নিষ্ঠুরতা দিয়ে তা হবে না, চাই কোরাণের বৃহৎ বাণীর পতাকাবাহী অরাজনৈতিক মুসলমান। কিভাবে তা সম্ভব, তা দেখিয়ে গেছেন অনেক ইসলামী দার্শনিক। আমরা তাঁদের কথা না শুনে শুধু গো-আজম আর মন্ত্যানিজামীর পেছনে ঘুরি তাই আজ আমাদের হাতে-মুখে মানুষের রক্ত আর

রমণীর সম্ভ্রম। নাহলে কোরাণ-হাদিসের ভেতরে থেকেই বিশ্বের দরবারে সম্মান গৌরব নিয়ে মাথা উঁচু করে
দাঁড়ানোটা মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। সেসব নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

জীবনের হুলুস্থূল ব্যস্ততায় সূত্রগুলো একটু আগে-পরে হয়ে গেল। দেখতে চাইলে ফ্যাক্স নম্বর
পাঠাবেন, দুনিয়ার যে কোন জায়গায় পৃষ্ঠার ফটোকপি ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দেব।

অুতডরৈ ঠৈ শূদাি ছুররচিলুমস অদখ্চৌতসে শলাখরেয়

শূদািনঠরৈমাতনি অগনেচয়

ীনদপেনেদনেত শূদািণিওস

দেতিরৈহোরাবনিওস.রৈগ - নভেম্বর ৭, ২০০৩



শডাকিড শালডে অল-টাওটান, সি মমেবরে ঠৈ তডে শনেরি ছুনৈচলি ঠৈ ছলরেচিস, শূদািঅরাবাণিস ডগিডসেত
রলেগিট্টিস বদৈয়, া মমেবরে ঠৈ তডে ছুনৈচলি ঠৈ ডলেগিট্টিস দৈচিতস ানদ ডসেটোরচড, তডৌমাম ঠৈ ফরনিচট্টিসেব্বে নি ডয়াদড,
ানদ া পরঠেসেসরৈ াতীমাম্‌ডোমদে ভনি শূদািসলামচি নখিরেসতিয়।

গঐমমেবরে ৭, ২০০৩ এশডাকিড শালডে অল-টাওটান, তডে মানি াতডরৈ ঠৈ তডে শূদািরলেগিট্টিস চুররচিলুম য়েপরসেসদে ডসি
ুনক্কেখিচৌল সুপপরৈত ঠরৈ তডে লগোলটিাতনি ঠৈ সলাখরেয় নি নৈ ঠৈ ডসি লচেতুরসে রচেরৈদদে নৈ া চাসসতেত ানদ বৈতানিদে
যেচলুসখিলেয় বয় শীঅ নওস. **ব্ভশলাখরেয় সি া পারত ঠৈীসলাম,গ্ল** ডে সাযস নি তডে তাপে, াদনিগ: ব্ভশলাখরেয় সি পারত ঠৈ
জডিাদ, ানদ জডিাদ ওলিল রমোনি াস লনৈগ তডরে সিীসলাম.গ্ল. অল-টাওটান রঠৌতদে তডে মানিসতরোমুসলমি নিতরেপরতোতনি
তডাতীসলাম ওরৈকদে তঐবলৈসিড সলাখরেয় বয় নিতরদৌচনিগ ক্কেলতিয় বতেওনে তডে রাচসে. ব্ভথডয়ে ারে গিনরোনত, নৈত
সচডলৌরস,গ্ল ডে সাদি ঠৈ পপৈলো ওডৈ য়েপরসেস সুচড পৈনিনিস. ব্ভথডয়ে ারে মরেলেয় ওরতিরেস. **ঃডঐখেরে সাযস সুচড তডনিগস
সি ান নিঠদিলে.গ্ল**

অর্থাৎ মৌদুদির জামাত আর তাঁর “মাসতুতো ভাই” সৌদি মোল্লার মত লোকেরা চিরকাল ইসলামী স্বাধীনতার
তেশ মেরে দিয়েছেন। এই সব দানবের হাত থেকে স্বাধীনতা পেতেই হবে বিশ্ব-মুসলিমের, কিন্তু জামাতি-দানবকে সমর্থনও করব
অথচ স্বাধীনতার কথাও বলব, তা হয় না।

ধন্যবাদ।

সূত্রঃ-

- ১। চ-এর পৃষ্ঠা ২৩১।
- ২। খ-এর আইন নম্বর ১৬৬৯, ১৬৭৪, ১৬৮১ ইত্যাদি।
- ৩। গ-এর হাদিস নম্বর ২৬৩০ এবং ২৬৩১।
- ৪। ক-এর পৃষ্ঠা ১২৫৭।

- ৫। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নম্বর ৭১৫।
- ৬। সুরা নিসা, ৯২।
- ৭। গ-এর হাদিস নম্বর ২৪৩৪ ও ২৪৩৫, ঘ-এর ৩য় খন্ড, হাদিস ৭১৮ ও অন্যান্য।
- ৮। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।
- ৯। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নম্বর ৬৯৭, ৬৯৯, ৭০১, ৭০২, ৭০৩ ও ৭০৪।
- ১০। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।
- ১১। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নম্বর ৬৯৫ ও ৬৯৬।
- ১২। ঘ-এর ভল্যুম ২, হাদিস নম্বর ৫৪২ ও ৫৪৩ এবং গ-এর হাদিস নম্বর ১১০৮।
- ১৩। গ-এর হাদিস নম্বর ২৩৮৮।
- ১৪। ঘ-এর ভল্যুম ৪, হাদিস নম্বর ২৫৫।
- ১৫। গ-এর হাদিস নম্বর ২৩৮৯ থেকে ২৩৯১ এর অংশ ও ২৬১৭।
- ১৬। সুরা আন্-নূর, আয়াত ৩৩।
- ১৭। ক-এর পৃষ্ঠা ২৪২।
- ১৮। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নম্বর ৭২০।
- ১৯। গ-এর হাদিস নম্বর ২৩৮৬।
- ২০। ঘ-এর ভল্যুম ৩, হাদিস নম্বর ৯৪ ও ভল্যুম ৪, হাদিস নম্বর ৪০৪।
- ২১। ছ-এর পৃষ্ঠা ৩৭৭।
- ২২। সুরা আল্ মুমিনুন, আয়াত ৫, ৬, ৭।
- ২৩। জ-এর ভল্যুম ৩, পৃষ্ঠা ১১২।
- ২৪। গ-এর হাদিস নম্বর ২৪৬৮।
- ২৫। খ-এর আইন নম্বর ১৬৭৫।
- ২৬। সুরা আল্-আহযাব, আয়াত ৫২।
- ২৭। খ-এর আইন নম্বর ১৯৩৩।
- ২৮। ক-এর পৃষ্ঠা ২৬৭।
- ২৯। সুরা আল্ মা'আরিজ, আয়াত ২৯, ৩০, ৩১।

- (ক) বাংলায় কোরাণ শরীফের অনুবাদ - মওলানা মুহিউদ্দীন খান।
- (খ) ইসলামী আইনঃ- আয়াতুল্লাহ আল্ উজামা সৈয়দ আলী আল্ হুসায়নী আল্ সীস্তানী।
- (গ) বাংলায় সহি বোখারীর সংকলন :- মুহম্মদ আবদুল করিম খান।
- (ঘ) সহি বোখারীর ইংরেজী অনুবাদঃ- ডঃ মুহম্মদ মুহসীন খান, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়।
- (ঙ) হাদিস সংকলনের ইতিহাসঃ- মওলানা মুহম্মদ আবদুর রহীম।
- (চ) হানাফি আইন হেদায়া - ইংল্যান্ডের ব্যরিষ্টারী স্কুলে পড়ানো হয়।
- (ছ) রুহুল কোরাণ :- মওলানা আবদুদ দাইয়ান। **(বইটাকে কে যেন চক্ষুদান করেছে)।**
- (জ) “কাসাসুল আম্বিয়া” র অনুবাদঃ- মওলানা বশিরুদ্দীন ও মওলানা বদিউল আলম।
- (ঝ) শারিয়া দি ইসলামিক ল' - পৃষ্ঠা ২৩৯ - বিখ্যাত শারিয়া বিশেষজ্ঞ ও লেখক ডঃ আবদুর রহমান ডেই।
- (ঞ) শাফি-ই আইন উমদাত আল্ সালিক- পৃষ্ঠা ৬০৪ - আইন নম্বর ও. ৯.১৩।
